দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ...15 জুন 2009.....

দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতা বাড়াতে হবে

সার্ক সেমিনার উদ্বোধন কালে প্রধানমন্ত্রী

বাসস : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গতকাল ঢাকায় শেরাটন হোটেলে দু'দিনব্যাপী সার্ক সেমিনারের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে। জনগণ বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে একটি উন্নত জীবন গড়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলোর প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের জীবনমান নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদকে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং অর্থনীতিকে করতে হবে অত্যন্ত শক্তিশালী। বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল হুদা। ধন্যবাদ জানান পৃঃ ১৫ কঃ ৬

সার্ক সেমিনার উদ্বোধন কালে প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুগ্ম সচিব এনএম নিয়াজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার দেন প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগতি হচ্ছে না। পাশাপাশি আসিয়ান, নাফটা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থাগুলো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে তিনি সম্মিলিত প্রয়াস নেয়ার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের জনগণ ও সরকার দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে সচেষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আমরা দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার করেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের সরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ অনুদান দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের জন্যও বিশেষ ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগাযোগ, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ওষুধ শিল্প আমাদের দেশে বর্তমানে একটি অন্যতম উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন খাত। আমাদের অর্থনীতিতে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ওষুধ শিল্প খাতে কর্মরত ফার্মাসিস্টদের পেশাগত জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা ও উদ্ভাবনী শক্তি এ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ওষুধ শিল্পে চলমান সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বিষয়ক আজকের এ সেমিনার এ খাতে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপ-খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ সনাক্ত করতে এবং এগুলোর সমাধানের পথ বের করতে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ-আণবিক শক্তি কমিশন বিগত ৩ দশক ধরে পরমাণু বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে পরমাণু শক্তি গবেষণা ও এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, খাদ্য ও ওষুধ শিল্প, খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি বলেন, বর্তমানে গোটা বিশ্বে বিদ্যুৎ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আমাদেরকে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে তার সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা বলেন।

কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে দেশে কৃষি উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তিও বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি কৃষি খাতের উন্নয়নে আরো গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাওয়ার ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সার্কের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের মধ্যে আরো সংহতি সৃষ্টি করতে হবে। অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে আমাদের আরো নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। একটি স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া গঠনে বাংলাদেশ সব সময় তার ইতিবাচক ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর। আমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যতের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী এবং আমি বিশ্বাস করি, সবচেয়ে উত্তম ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে। তিনি সার্কের প্রতি তার সরকারের দৃঢ় সমর্থন এবং বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমি বলতে চাই আমরা সব সময়ই আপনাদের সঙ্গে আছি। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সার্ক একটি কার্যকর এজেন্সি হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করুক- এটাই আমার প্রত্যাশা। তিনি সেমিনারের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ওষুধ শিল্পে চলমান মানসম্মত প্রক্রিয়াসমূহ, রেডিয়েশন প্রসেসিং এবং টেকসই কৃষির জন্য নীতি প্রতিবেদনের সার- এই তিনটি বিষয়ের ওপর সেমিনারে সার্ক দেশসমূহের বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

অপর এক খবরে বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও গ্যাস খাতে আরো বিনিয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এশীয় বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ও ব্লেক গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সরকারী বাসভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি কায়রো ইউনিভার্সিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার অবিস্মরণীয় ভাষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, তার এই ভাষণ বিশ্বে গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভাষণে বাংলাদেশকে প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তার এই ভাষণে বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত খুশি হয়েছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে ওষুধ, চামড়া এবং সিরামিক পণ্য আমদানী করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানান।

মানবাধিকার রক্ষায় তার সরকারের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যে কোন হত্যাকাণ্ডসহ মানবাধিকার পরিপন্থী সকল কাজের ঘোর বিরোধী। মানবাধিকার বিরোধী কোন কাজই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ও ব্লেক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনায় বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে তার সরকারের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশে কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণ প্রদানেও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন এসময় উপস্থিত ছিলেন।